সংবাদ

তারিখ ... 22 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ...

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে স্থবির দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডের অবশিষ্ট ২৪ জন কর্মচারীকে স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ার প্রতিবাদে বোর্ডের কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন। সপ্তাহের বিকেল থেকে এ কর্মবিরতি শুরু হয়। কোন কাজ হচ্ছে না। এর ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিক্ষক-কর্মচারীদের চরম দুর্ভোগ ও অতিরিক্ত মূল্য খরচের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আন্দোলনরত কর্মচারীরা জানান, আদালতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সাংগঠনিকভাবে দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৭৮ কর্মচারীর মধ্য হতে ৮৪ জন কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার জন্য সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু স্থায়ী নিয়োগ বঞ্চিত ২৬ জন কর্মচারী হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে নতুন এক পরিস্থিতির তৈরি হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ গত ১৮ জুন অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় ২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা চাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ৮৪ জনের নিয়োগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৮৪ জন কর্মচারী সপ্তাহের বিকেল থেকে কর্ম বিরতি শুরু করেন। এর ফলে শিক্ষাবোর্ডের সকল কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। গত বৃহস্পতিবারও কর্মচারীরা সারাদিন কর্মবিরতি পালন করেন।

কর্মচারীদের নেতা মাসুদ আলম ও মতিউর বাবু জানান, চেয়ারম্যানই হলেন প্রকৃত নিয়োগ কর্তা। তিনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন সেটাই চূড়ান্ত। এখানে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়ার নামে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বানচালের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আলাউদ্দিন মিয়া সাংবাদিকদের জানান, নিয়োগ সংক্রান্ত শিক্ষাবোর্ড এখন পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে আদালত তাকে সঠিক বলে মত দিয়েছেন। ২৪ জন কর্মচারী, যাদের বয়সের কারণে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই তাদের মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বলেছেন যে, যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে বয়সের বিষয়টি শিথিল করে আইন অনুযায়ী নিয়োগ নেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছে। এই সিদ্ধান্ত ইস্যুতে না হওয়া পর্যন্ত ৮৪ জনের নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বলেছে। আদালতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতেই আমরা মন্ত্রণালয় এবং এটর্নি জেনারেলের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব আমরা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাই।